সমকাল

তারিখ ... 28 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম 2 ...

পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা

শিক্ষকদের দায় কিন্তু বাড়বে

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা জেএসসি পরীক্ষায় তিনটি ও মাধ্যমিক পরীক্ষা বা এসএসসিতে দুটি বিষয় কমছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায় চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা– এ তিনটি বিষয় কমছে। মাধ্যমিকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে শুরু হওয়া পরীক্ষায়। অর্থাৎ এখন যারা নবম শ্রেণিতে পড়ছে তাদের ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় শারীরিক শিক্ষা ও ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না। জাতীয় পাঠ্যক্রম সমন্বয় কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে এ বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে ওয়ার্কশপ হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাদের সুপারিশ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। তবে পাবলিক পরীক্ষায় না থাকলেও ওই পাঁচটি বিষয়ে বিদ্যালয়ে পাঠদান করা ও পরীক্ষা নেওয়া হবে। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের বই কিনতে হবে, স্কুলেও শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষার নম্বর শিক্ষা বোর্ডে পাঠানো হবে এবং তা নম্বরপত্রেও উল্লেখ থাকবে। তবে জেএসসি বা এসএসসি পরীক্ষার ফল এ নম্বরে প্রভাবিত হবে না। এ সিদ্ধান্তের কারণে পাবলিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের চাপ কিছুটা কমবে। তবে বিদ্যালয়ে চাপ থেকেই যাচ্ছে। আরেকটি শঙ্কাও রয়েছে– বিদ্যালয়ে এ পাঁচটি বিষয় কম গুরুত্ব পাবে কিংবা আদৌ পাবে না। এমনও হতে পারে যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের অন্য বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে গড় নম্বর দেবেন কিংবা পছন্দমতো নম্বর দেবেন। পাবলিক পরীক্ষার ফলে যেহেতু এসব বিষয় প্রভাব ফেলবে না, তাই অনেক 'অসচ্ছল' বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে আগ্রহ দেখাবে না। ফলে ফাঁকিবাজির প্রবণতাও অস্বাভাবিক নয়। এমনটি যেন না ঘটে, সেজন্য এ ক্ষেত্রে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর বিশেষ দায়িত্ব বর্তাবে। কারণ যেসব বিষয় চূড়ান্ত পরীক্ষায় বাদ পড়ছে, সেগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা পরবর্তী জীবনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।